হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৬২৩/২০০৬

মোঃ হেলাল উদ্দিন

----আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

---আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- রাষ্ট্র-বিবাদী পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ২৪.১১.২০২২ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৭.০১.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল নং-১৮৭/২০০০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.০১.২০০০৬ তারিখে তর্কিত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা।

অত্র মোকদ্দমা সংক্ষেপে এই যে, বাদী এজাহারকারী লূৎফর রহমান (হেলাল) বিগত ইংরেজী ৩১.০৫.১৯৯৭ তারিখে তার সিমেন্টের দোকান হতে আসামী-দরখাস্তকারী নিজেকে বিডিআর এর সদস্য এবং তার দোকানের পার্শ্বস্থ একটি প্লটের মালিকের ভাই পরিচয় দিয়ে মসজিদ নির্মানের জন্য ১০০০/- (এক হাজার) টাকা নগদ প্রদান করে ১২,৪০০/- মুল্যের ৫০ ব্যাগ সিমেন্ট নেয়। পরবর্তীতে আসামী বাদীর পাওনা পরিশোধ না করায় বাদী আসামীর প্রতারণা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে থানায় অত্র মামলা দায়ের করেন।

মহানগর হাকিম, ঢাকা কর্তৃক জি,আর মামলা নং- ২৩৫৭/১৯৯৭ (পল্লবী থানার মামলা নং- ২৭ তারিখ ২৬.১০.১৯৯৭ ধারা ৪২০/৩৭৯ দন্ডবিধি) শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১০.০৭.২০০০ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামী-দরখাস্তকারীকে ০২(দুই) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫,০০০/-(পাঁচ) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে ০২(দুই) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। উক্ত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আসামী ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

১৮৭/২০০০ দাখিল করলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০১.০১.২০০৬ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আপীলটি না-মঞ্জুর করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-আপীলকারী অত্র ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমাটি দায়ের করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্তটি এবং নথি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হল এবং রাষ্ট পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর বক্তব্য শ্রবণ করা হল।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক মহানগর ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১৮৭/২০০০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.০১.২০০৬ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

অত্র ফৌজদারী আপীল ঢাকার বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আয়িস উদ্দিন মনজু কর্তৃক পল্লবী থানার মামলা নং ২৭(৬) ৯৭, ধারা-দন্ড বিধির ৪২০ তে প্রদত্ত বিগত ইং ১০.০৭.২০০০ তারিখের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশের অসম্মতিতে আনীত হইয়াছে।

অত্র আপীলের মূল মামলার বর্ননা সংক্ষেপে এই যে, বাদীর সিমেন্টের দোকান হইতে গত ৩১/৫/৯৭ তারিখে আসামী নিজেকে বি, ডি, আর সদস্য এবং বাদীর দোকানের পার্শ্বস্থ একটি প্লটের মালিকের ভাই পরিচয় দিয়া মসজিদ নির্মানের জন্য এক হাজার টাকা তাৎক্ষনিক প্রদান করিয়া ১২,৪০০/- টাকা মূল্যের সিমেন্ট নিয়া যায়। পরবর্তিতে বাদী আসামীল খোজ না পাইয়া আসামীর প্রতারণা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। আসামীর ভাই পার্শ্বস্থিত প্লটের মালিক গত ২০/৬/৯৭ তারিখে ১.৩০ মিনিটের সময় আসামীকে ধরিয়া নিয়া আসেন। অতঃপর বাদী মামলা করেন। পরবর্তীতে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়। আসামীর বিরুদ্ধে বিচার কার্য সম্পন্ন অন্তে গৃহীত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় তর্কিত দন্ডাদেশ প্রদান করায় উহাতে সংক্ষুব্ধ হইয়া অত্র আপীল আনয়ন করেন।

আপীলকারী অত্র আপীলে দাবী করেন যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তর্কিত দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন।

বিচায্য বিষয়

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ১০/৭/২০০০ ইং

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ আইনানুগ যথার্থ ও সঠিক কিনা? *১। প্রার্থীত মতে আপীলকারী আসামী কোন প্রতিকার পাইতে পারে কিনা?* ***আলোচনা ও সিদ্ধান্ত*** ***বিচায্য বিষয়ঃ ১-২ঃ*** *উপরোক্ত বিচার্য্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে লওয়া হইল। প্রসিকিউশন পক্ষের মামলা এই যে, বাদীর সিমেন্টের দোকান হইতে গত ৩১/৫/৯৭ তারিখ আসামী নিজেকে বিডিআর সদস্য এবং বাদীর দোকানের পার্শ্বস্থ একটি প্লটের মালিকের ভাই পরিচয় দিয়া একটি মসজিদ নির্মানের জন্য এক হাজার টাকা তাৎক্ষণিক নগদ প্রদান করিয়া ১২,৪০০/- টাকা মূল্যের সিমেন্ট লইয়া যায়। তাহার পর হইতে বাদী আসামীর কোন খোজ না পাইয়া আসামীর প্রতারনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। আসামলি ভাই পার্শ্বস্থ প্লটের মালিক গত ২০/৬/৯৭ তারিখ ১.৩০ মিনিটের সময় আসামীকে ধরিয়া তাহার দোকানে নিয়া আসেন। অতঃপর বাদী মামলা করেন।* *বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে মামলা প্রমানের জন্য রাষ্ট্র পক্ষে তিন জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়। তন্মধ্যে পি/ডব্লিউ-১ এজাহারকারী লুৎফর রহমান তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, আসামী মসজিদ করার জন্য ৫০ ব্যাগ সিমেন্ট গত ৩১/৫/৯৭ ইং তারিখে বাদীর নিকট বাকী চায়। সে নিজেকে বিডিআর সদস্য হিসাবে পরিচয় দেয়। তাৎক্ষনিকভাবে এক হাজার টাকা দিয়া বাকী ১১,৪০০/-টাকা পরের দিন দিবে বলিয়া ওয়াদা করে চলিয়া যায়। পরের দিন ফোন করে বলে যে তাহার ভাবী রিকসা থেকে পড়ে একসিডেন্ট হইয়াছে সে পরের দিন আসিবে। তারপর আর আসে নাই। তাহাকে মাল দেওয়ার সময় পার্শ্বের দোকানের শহিদুল্লাহ সাহেব তাহার ভাই বলিয়া জানায় পরবর্তীতে বাদী শহিদুল্লাহর সাথে যোগাযোগ করিলে সে জানায় আসামী প্রতারক। পরবর্তীতে ২০/৬/৯৭ ইং তারিখে শহিদুল্লাহ আসামীকে ধরে নিয়া আসে এবং বাদী পরবর্তিতে এজাহার দায়ের করেন। সাক্ষী তাহার এজাহার প্রদর্শন-১ এ বৎসর প্রদর্শনী ১/১ চিহ্নিত করেন। আসামীকে সনাক্ত করেন।* *আসামীপক্ষে জেরার জন্য সময় চাওয়া হইলে তাহা মঞ্জুর হয় কিন্তু পরবর্তিতে আসামী পলাতক হওয়ায় জেরা করা হয় নাই।* *পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ রানা তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সিমেন্ট ইট বালুর ব্যবসা করেন। গত ৩১/৫/৯৭ তারিখ ১০/১০.৩০ টার দিকে আসামী হেলাল বাদীর দোকানে যাইয়া সে নিজেকে জনৈক শহিদুলের ছোট ভাই বিডিআর সদস্য পরিচয় দিয়া মসজিদ করার জন্য বাদীর নিকট হইতে ৫০ ব্যাগ সিমেন্ট নেয়। এক হাজার টাকা অগ্রীম দেয় এবং বাকী টাকা পরের দিন দিবে বলে জানায় পরে সে টাকা না নিয়া আসায় শহিদুল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে সে জানায় হেলাল নামে তাহার কোন ভাই নাই। ২৮/৬ তারিখে শহিদুল আসামী হেলালকে বাদীর দোকানে ধরিয়া নিয়া আসে। আসামলি বিরুদ্ধে বাদী মামলা করেন। আসামী ডকে উপস্থিত নাই। পি, ডব্লিউ-৩ আঃ রহমান তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বাদীর দোকানের ম্যানেজার গত ৩১/৫/৯৭ তারিখে আসামী হেলাল সকাল ১০/১০.৩০ টার সময় এক হাজার টাকা অগ্রীম দিয়া ৫০ ব্যাগ সিমেন্ট নেয়। সে নিজেকে বিডিআর সদস্য এবং শহিদুলের ভাই বলিয়া পরিচয় দেয়। দাম ছিল ১২,৪০০/- পরে টাকা না দেওয়ায় পরে বাদী শহীদুল কে ঘটনা জানাইলে হেলাল তাহার ভাই নয় মর্মে জানান। ২০/৬ তারিখে শহিদুল হেলাল কে ধরিয়া নিয়া আসে। হেলাল প্রতারণার কথা স্বীকার করে। বাদী মামলা করে। আসামী উপস্থিত নাই। *এজাহার আপীলের মেমো, সাক্ষীদের সাক্ষ্য, প্রদর্শন চিহ্নিত কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী হেলাল বাদীর সিমেন্টের দোকান হইতে গত ৩১/৫/৯৭ ইং তারিখ নিজেকে বি ডি আর সদস্য এবং পার্শের দোকানের মালিক শহিদুলের ছোট ভাই হিসাবে পরিচয় দিয়া মসজিদ করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এক হাজার টাকা নগদ প্রদান করিয়া ১২,৪০০/- টাকা মূল্যের সিমেন্ট লইয়া যায়। কিন্তু আর আসামীর কোন খোজ না পাওয়ায় বাদী খোজ খবর নিয়া আসামী প্রতারক মর্মে নিশ্চিত হয়। পরবর্তীতে ২০/৬/৯৭ তারিখ ১.৩০ মিনিটের সময় পার্শ্বস্থ প্লটের মালিক শহিদুল আসামীকে ধরিয়া বাদীর দোকানে লইয়া আসে। বাদী অতঃপর মামলা করেন। পি/ডব্লিউ-১ এজাহারকারী বাদী তার জবানবন্দিতে তাহার দাখিলী এজাহারের হুবহু বক্তব্য প্রদান করেন। পি,ডব্লিউ-২ ও ৩ পরস্পর সমর্থন সূচক বক্তব্য প্রদান করিয়া বাদীকে হুবহু সমর্থন করেন এবং উক্ত রূপে সাক্ষীগণ ঘটনা সম্পর্কে এক ও অভিন্ন বক্তব্য প্রদান করিয়া মামলা প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছেন।* *আমি বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ পর্যালোচনা করিয়াছি। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছন যাহা হস্তক্ষেপ যোগ্য নয়।

ফলতঃ প্রার্থীতমতে আপীলকারী আসামী কোন প্রতিকার পাইতে পারেন।

অতএব, আদেশ হয় যে,

অত্র ফৌজদারী আপীল গুনাগুন বিচারে নামঞ্জুরের আদেশ হইল। বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ১০/৭/২০০০ ইং তারিখের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল ও বলবৎ এর আদেশ হইল। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নথি অতি সত্বর ফেরত প্রেরণ করা হউক।

আমার দ্বারা নির্দেশিত ও সংশোধিত।

স্বা:- মোঃ আমান উল্লাহ
অতি: মেট্রোপলিটন দায়রা জজ,
ঢাকা
১/১/০৬

স্বা:- মোঃ আমান উল্লাহ
অতি: মেট্রোপলিটন দায়রা জজ,
ঢাকা
১/১/০৬

প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। উভয় আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র রুলটি খারিজযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি খারিজ করা হল।

বিজ্ঞ মহানগর অতিরিক্ত দায়রা জজ, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল নং- ১৮৭/২০০০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.০১.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-দরখাস্তকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।